দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পরীক্ষার খাতা কেলেংকারি

রহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশের ব্যাপক তৎপরতা

সাঁথিয়া (পাবনা), ৩০শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– এসএসসি পরীক্ষার খাতা কেলেঙ্কারির পুরো তথ্য উদ্ধার করতে পুলিশ ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তির দেয়া তথ্য অনুসারে পুলিশ রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর দূর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে। ব্যাপক তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

সাঁথিয়ায় খাতাসহ আটককৃত দু'জনের ভাষ্য অনুযায়ী পরীক্ষক আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতারের জন্য সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিনাজপুরের ফুলবাড়ি থানার পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে তাকে পায়নি।

পাবনার পুলিশ সুপার ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি অবিলম্বে জড়িতদের আটকের নির্দেশ দেন।

গত ২৬শে জুন রাতে সাঁথিয়া থানা পুলিশ একটি ছোট্ট চিঠির ওপর ভিত্তি করে এসএসসি পরীক্ষার অংকের প্রধান পরীক্ষক সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তওসিকা খাতুনের নিকট থেকে রোল সাঁথিয়া নং-৫৮৪ ও ৫৮৫ খাতা দু'টি আটক করেছে। খাতা দু'টিতে অসমাপ্ত কয়েকটি অংক অন্য হাতে করে দেয়া হয়েছে।

ফুলবাড়ি থানার পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ অংকের শিক্ষক নয় বলে পুলিশ স্থানীয় তদন্তে জানতে পেরেছে।

সাঁথিয়া থানা পুলিশ দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় উক্ত পরীক্ষকের গৃহ তল্লাশি করার জন্য "মার্চ ওয়ারেন্ট" করে স্থানীয় থানা পুলিশের সঙ্গে পরীক্ষকের বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে একটি চিঠি পায়। চিঠিতে লেখা ছিল "স্যার লোক মারফত টাকা পাঠালাম। দয়া করে ৫৮৪ ও ৫৮৫ রোল নম্বরের খাতা দু'টিতে কিছু অংক কম দিয়ে পাসের নম্বর তুলে দিবেন।" ঐ চিঠির সূত্র ধরেই প্রধান পরীক্ষকের নিকট হতে খাতা দু'টি আটক করা হয়। এ ছাড়া পুলিশ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করেছে।

পরীক্ষা কেন্দ্র ঃ সাঁথিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ বিপাকে

মাত্র ৭২ ঘন্টা পূর্বে এইচএসসি পরীক্ষার উপকেন্দ্র অনুমোদন দেয়ায় সাঁথিয়া মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ বিপদে পড়েছেন।

২০ কিলোমিটার দূরে কাশিনাথপুর উপকেন্দ্রের অনুমোদনপত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পান ১৪ই জুন বিকেলে (পরীক্ষা শুরু হয় ১৭ই জুন)। কেন্দ্রের প্রশ্ন এবং উত্তরপত্র যথারীতি সাঁথিয়া মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্র সচিব পূর্বেই বোর্ড থেকে গ্রহণ করে নিয়ে যান। ১৪ই জুনের আদেশে বলা হয় কাশিনাথপুর মহাবিদ্যালয়ের উপকেন্দ্রের উত্তরপত্র দিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় "প্রশ্ন" নিয়ে। কারণ প্রশ্নসমূহ সীল গালা করে প্যাকেট করা হয়। যা সাঁথিয়া থানায় "ষ্ট্রং রুমে" রাখা হয়। পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্রগুলো ১৫ মিনিট পূর্বে খোলার বিধান থাকলেও ২০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী কাশিনাথপুর মহাবিদ্যালয় উপ- কেন্দ্রে তা পাঠানো হচ্ছে সীল-গালা ভেঙ্গে প্যাকেট খুলে দেড় থেকে দু' ঘন্টা পূর্বেই। সাঁথিয়া থানার নির্বাহী অফিসার এবং কেন্দ্রের সচিব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।